নবী করীম صلی اللہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلم এর মোবারক সাহাবীদের মর্যাদা

22-November-2018

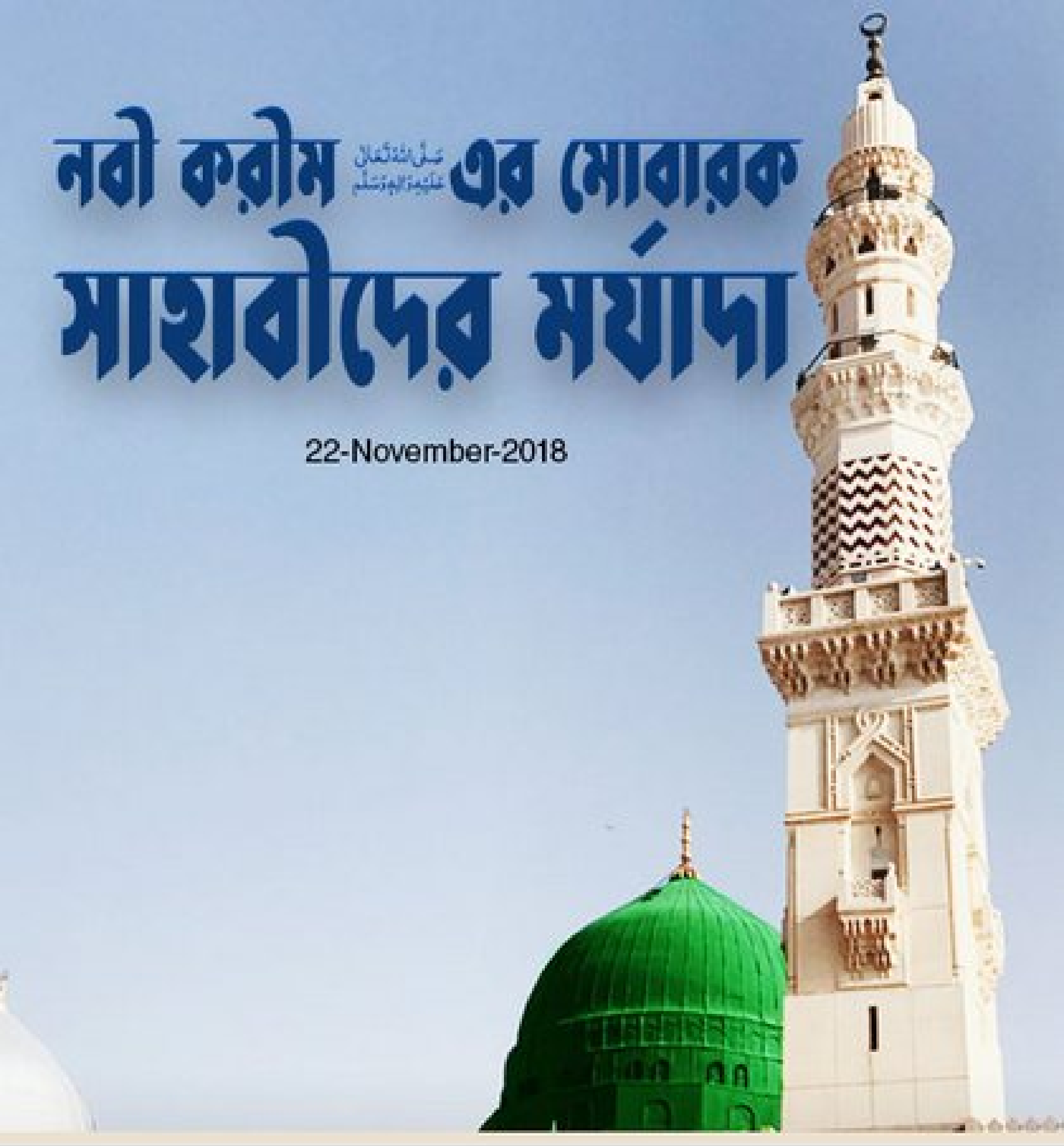

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِالدُّنْيَا অর্থাৎ হে লোকেরা! নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ হতে দ্রুত মুক্তি লাভকারী সে ব্যক্তিই হবে, যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। (ফিরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✰ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✰ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✰ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর শান এমন অতুলনীয় যে, কেউ তাঁদের স্থান এবং মর্যাদা পর্যন্ত কখনোই পৌঁছতে পারবে না, এই মোবারক ব্যক্তিগণ দ্বীনের সম্মান বৃদ্ধি করা জন্য নিজের প্রাণ ও সম্পদের কুরবানী দিয়েছেন। দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য ঘর ত্যাগ করে কঠিন সফরের মধ্যে কখনো ধৈর্যের দামান ছাড়েনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা মুসলমান, আমাদের হাতের মধ্যে কুরআনে করীমের আকৃতিতে **আল্লাহ পাকের** আহকাম এবং হাদীসে করীমার আকৃতিতে রাসূলের বাণী সমূহও এই মোবারক ব্যক্তিদের পরিশ্রম এবং চেষ্টার ফল স্বরূপ। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা নিজেরা এই অনুগ্রহকারীর মুহাব্বত ও মহত্বকে নিজের অন্তরে ধারণ করা, তাঁদের শানে সামান্যতম বেআদবী ও অভদ্রতা এবং ঠাট্টা ও বিদ্রুপ থেকেও বেঁচে থাকা, আর সর্বদা তাঁদের উত্তম আলোচনা করতে থাকা। উলামাগণ বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যখনই আলোচনা করা হয়, তখন উত্তম আলোচনা হওয়াটা ফরয। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার স্বপ্নের মধ্যে **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হই। **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: হে বিশর! তুমি কি জান যে, **আল্লাহ পাক** তোমাকে তোমার সম-সাময়িক যুগের আউলিয়াদের থেকে অধিক উচ্চ মর্যাদা কেন প্রদান করেছেন? আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি এর কারণ জানি না। তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: بِاِتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِىْ অর্থাৎ তুমি আমার সুন্নাতের অনুসরন করে থাকো, وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِيْنَ নেককার লোকদের খেদমত করে থাকো, وَنَصِيْحَتِكَ لِاِخْوَانِكَ আপন ইসলামী ভাইদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকো, وَمَحَبَّتِكَ لِاَصْحَابِىْ وَاَهْلِ بَيْتِىْ আমার সাহাবী ও আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কে মুহাব্বত করে থাকো, এই হলো সেসব কারণ যা তোমাকে নেককার লোকদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। (আল রিসালাতুল কুশাইরিয়া, ৩১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পবিত্র আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে মুহাব্বত এবং তাঁদের অনুসরনের কারণে **আল্লাহ পাক** কি রকম পুরস্কার ও সম্মান দ্বারা ধন্য করেছেন যে, তাঁর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে যিয়ারত নসীব হলো এবং নিজের সম-সাময়িক যুগের আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। আমাদেরকেও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মুহাব্বতকে অন্তরের মধ্যে ধারণ করে তাঁদের দেখানো পথে চলে জীবন অতিবাহিত করা চাই এবং যে লোক তাঁদের শানে বেয়াদবী করে বা বেয়াদবী করতে থাকে তাঁদের সংস্পর্শ হতে দূরে থেকে এরকম আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকা চাই, যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর বেশি বেশি শান বয়ান করে। তাঁদের নাম নেয়ার সময় মুখে সম্মান সূচক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ অব্যাহত রাখে। মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে সম্মান করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক ও

জরুরী। আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত। এরা ঐ পবিত্র ও মোবারক সত্তা, যারা আনসার ও মুহাজিরগণের ইমাম **জানাবে রহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতে লাব্বায়িক (হাজির) বলে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন এবং দেহ-প্রাণ দিয়ে ইসলামের অমর এবং চিরন্তন বার্তাকে পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে, ঐ পবিত্র সত্তাগণ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে ব্যাপক করার এবং ইসলামের পতাকা উত্তোলন করার জন্য এ রকম অতুলনীয় কুরবানী দিয়েছেন যে, যা আজ কল্পনা করাও কঠিন। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপরূপ সৌন্দর্যের যিয়ারত তা মহান সৌভাগ্য যে, দুনিয়ার কোন নেয়ামত এর সমান হতে পারে না। আর সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো তাঁরাই যে, দিন-রাত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত এবং তাঁর সংস্পর্শের বরকত দ্বারা উপকৃত হতেন। কুরআন ও দ্বীন সম্পর্কে **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জবান মোবারক থেকে শুনা এবং কারণ ছাড়া **আল্লাহ পাকের** নির্দেশনাবলীকে মেনে নেয়া। এই পবিত্র সত্তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য অনুগ্রহ ও দয়া রয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত, উভয় জগতে সফল হওয়ার জন্য এই পবিত্র সত্তাদের মুহাব্বত অন্তরের মধ্যে ধারণ করা এবং তাঁদের দেখানো পথে চলে জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করা। আসুন! সাহাবীদের পরিচিতি জেনে নিই।

সাহাবীদের পরিচিতি

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শরীয়াতের দৃষ্টিতে সাহাবী ঐ ব্যক্তিদের বলা হয়, যারা সজ্ঞানে ও ঈমান অবস্থায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গ লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপর তাঁদের ওফাত হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাযিহ, ৮/৩৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামগণ আউলিয়া হতে উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! সমস্ত ওলামা ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই মাসয়ালায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সকল আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام হতে উত্তম। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام যদি বিলায়তের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, কখনোও সে কোন সাহাবীর বিলায়তের উচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুওয়াতের প্রদীপ দ্বারা আশিকদেরকে বিলায়তের উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্তর দান করেছেন। এই পবিত্র সত্তাদেরকে এমন এমন মর্যাদা সম্পন্ন কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন যে, অপর সকল আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর জন্য এই মর্যাদা কল্পনাও করা যায় না। এতে সন্দেহ নেই যে, পবিত্র সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হতে এতো বেশি কারামত প্রকাশিত হয়নি, যেভাবে অপর আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام হতে এতো বেশি কারামত সমূহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু মনে রাখবেন! অধিক কারামত বিলায়তের উত্তম দলীল নয়। কেননা, বিলায়ত হলো বাস্তবিক **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য অর্জনের নাম। **আল্লাহ পাকের** এই নৈকট্য যে যতো বেশি অর্জন করবে, ঐভাবে **তাঁর** বিলায়তের ফয়েয সমূহের বরকত দ্বারা উপকৃত হয়। এই জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে এই সত্তাগণ যে স্তর ও মর্যাদা অর্জন করেছে তা অন্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর অর্জন হয়নি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত "বাহারে শরীয়াত" কিতাবের প্রথম খন্ডের ২৫২ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হলেন উত্তম এবং খোদাভীরু ও ন্যায় পরায়ন। যখন তাঁদের আলোচনা করা হয়, তখন উত্তমতা সহকারে হওয়া ফরয। কোন সাহাবীর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে বদ-মাযহাবী ও গোমরাহীরা জাহান্নামের অধিকারী হয়। আরো বৃদ্ধি করে বলেন: সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁদের মধ্যে নগন্য কেউ নেই, সবাই জান্নাতী। তাঁরা জাহান্নামের (জাহান্নামে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, তার) হালকা আওয়াজও শুনবে

না এবং সর্বদা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী থাকবে। হাশরের বড় কঠিন ভয়ানক অবস্থায় তাঁরা বিষন্ন হবে না। ফিরিশতারা তাঁদেরকে স্বাগতম জানাবে যে, এটা হলো ঐ দিন যার ব্যাপারে তুমি ওয়াদা করেছিলে। এই সব কুরআনে আযীমে বর্ণিত রয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১/২৫২)

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার ধারাবাহিকতা

আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ২৮তম খন্ডের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মর্যাদার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (**আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে সাহায্য করুক) ঐক্যমত যে, মানুষ ও ফিরিশতাদের রাসূলগণ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এরপর চার খলিফা (অর্থাৎ সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর, সায়্যিদুনা ফারুকে আযম, সায়্যিদুনা ওসমান গণী এবং সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين) **আল্লাহ পাকের** সমস্ত সৃষ্টি হতে উত্তম। সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ বুযুর্গদের সম্মান ও মর্যাদা, সৌন্দর্য্য ও গ্রহণ যোগ্যতা, কারামত, নৈকট্য ও বিলায়তের স্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮/৪৭৮)

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরীকা হযরত আল্লমা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চার খোলাফায়ে রাশেদার পর বাকি আশারায়ে মুবাশশারা (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী) এবং হযরত হাসানাইন ও আসহাবে বদর (বদরী সাহাবী) ও বাইয়াতে রিদ্বওয়ান এর সাহাবীদের জন্য মর্যাদা এবং এরা সব নিঃসন্দেহে জান্নাতি।

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে (ব্যক্তি) হযরত শায়খাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا কে **আল্লাহর** পানাহ! খারাফ কিছু বলে, সে কাফের এবং যদি মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে সিদ্দিকে আকবর এবং ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হতে উত্তম বলে তাহলে কাফের হবে না কিন্তু পথভ্রষ্ট হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/২৫১-২৫৬)

এই সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে হতে হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী, আর তিনি কাতেবে ওহী (ওহী লিখক) এবং ইসলামী রাজ্যের বাদশাহদের মধ্যে ১ম বাদশাহ ছিলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যদিও বাদশাহী, যদি সম্রাজ্য পদ্ধতিতে ছিলো কিন্তু কার সাম্রাজ্য **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাম্রাজ্য। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ নিজের খেলাফত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর নিকট সোপর্দ করে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া বা তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা আবু সুফিয়ান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বা তাঁর সম্মানিত মাতা হযরত সায়্যিদাতুনা হিন্দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর শানে বেয়াদবী করাও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয়ার সমতুল্য। (হামারা ইসলাম, ১১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর পরস্পরের মধ্যে যে ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল তা পাঠ করা হারাম, হারাম, কঠিন হারাম। মুসলমানদের তো এটা দেখা উচিত, তাঁরা সবাই তো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী এবং সত্যিকারের গোলাম ছিলেন। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৫৪)

কুরআনে পাকেও সাহাবায়ে কিরামের শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর পরিচিতি ও ব্যাখ্যা কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে মোবারাকা দ্বারা উল্লেখ করেছেন। যাতে তাঁদের উত্তম আমল, উন্নত চরিত্র এবং পরিপূর্ণ ঈমানের আলোচনা আর তাঁদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমা এবং আখিরাতের নেয়ামতের সুসংবাদ শুনানো হয়েছে। যে পবিত্র সত্তাদের শান ও মর্যাদা সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** প্রশংসা করেছেন, তাঁদের মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার অনুমান কেইবা করতে পারে। ১০ম পারা সূরা আনফাল এর ৭৪নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَهَاجَرُوۡا وَ
جٰهَدُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَالَّذِیۡنَ
اٰوَوۡا وَّنَصَرُوۡۤا اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ
حَقًّا ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ وَّرِزۡقٌ کَرِیۡمٌ ﴿۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তাঁরাই প্রকৃত ঈমানদার তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানের জীবিকা।

এইভাবে ১১তম পারা সূরা তাওবার ১০০নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** সাহাবায়ে কিরাম এর উপর নিজের সন্তুষ্টি, জান্নাত এবং সফলতার সুসংবাদ শুনানোর জন্য ইরশাদ করেন:

رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۰۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাঁদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান সমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান, তাঁরা সর্বদা এতে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

হাদীসে মোবারাকায় সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা

سُبْحٰنَ اللہِ عَزَّوَجَلَّ! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মর্যাদা কি রকম উচ্চ ও উর্ধ্বে যে, **আল্লাহ পাক** তাঁদের আমল সমূহ কবুল করে নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ, জান্নাতের সুসংবাদ এবং বড় সফলতার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন জায়গায় আপন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসুন! আমরাও বরকত অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মহত্বের উপর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবণ করি:

সাহাবায়ে কিরামের মহত্ব সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর ৫টি বাণী:

(১) আমার সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারেও আমার কারণে সম্মান প্রদর্শন করো। কেননা, তাঁরা আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১/৩১১)

(২) এক ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আরয করলো: কোন্ ব্যক্তি উত্তম? **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: উত্তম ব্যক্তি এই যুগের মধ্যে রয়েছে, যাতে আমি রয়েছি, এরপর ২য় যুগের ব্যক্তি এবং তারপর ৩য় যুগের ব্যক্তিই উত্তম। (মুসলিম, ১৩৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৩৩)

(৩) **আল্লাহ পাক** আমার সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে নবীগণ এবং রাসূলগণ عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ছাড়া সারা জগতের উপর মর্যাদা দান করেছেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৯/৭৩৬, হাদীস: ১৬৩৮৩)

(৪) ঐ মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমার বা আমার সাহাবার যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করে। (তিরমিযী, ৫/৪২১, হাদীস: ৩৮৮৪)

(৫) আমার সাহাবীদের মধ্য হতে যে যেস্থানে ইন্তেকাল করবে, তবে কিয়ামতের দিন তাঁদের জন্য নূর এবং পথ প্রদর্শনকারী বানিয়ে উঠানো হবে।

(তিরমিযী, ৫/৪৬৪, হাদীস: ৩৮৯১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর মর্যাদা অনেক উচ্চ ও উর্ধ্বে। কেউ নামায, রোযা ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা কখনোই লাভ করতে পারবে না। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: (হে লোকেরা) তোমরা নামায, রোযা, ইজতিহাদের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে এগিয়ে যেতে চাও! মনে রাখবে! এটা হতে পারে না। কেননা, তাঁরা তোমাদের থেকে উত্তম। লোকজন আরয করলো: হে আবু আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ! এর কারণ কি? বললেন: তাঁরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধার্মিকতা অবলম্বন করেন এবং পরকালেরর প্রতি সবচেয়ে বেশি প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেন। (এই জন্য তোমাদের আমল সমূহ যদি তাঁদের থেকে বেশিও হয়ে যায়, তারপরও পুরস্কার ও সাওয়াবের মধ্যে কম হয়ে যাবে।)

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮/১৬২, হাদীস: ৩৫)

একদিন আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم ফজরের নামায আদায় করে ব্যাকুলতার সাথে হাত ঘর্ষণ করে, মসজিদ হতে বাইরে বের হলেন এবং বললেন: আমি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে যে অবস্থায় দেখেছি আজ আমি কোন ব্যক্তির মধ্যে ঐ সাদৃশ্যের প্রভাব দেখছি না। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان রাত জেগে নামাযের মধ্যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন। সকালে তাঁদের চুল বিক্ষিপ্ত এবং চেহারা হলদে বর্ণের দেখা যেতো আর তাঁরা দোদুল্যমান হয়ে চলতো এবং তাঁদের চোখ অশ্রুতে সিক্ত

থাকতো। আজকাল লোকদের এই অবস্থা যে, চারদিকে লোকজন অলসতা ও ভয়ভীতি হীনতার সাথে এদিকে সেদিকে গমন করে থাকে। কারো চেহারায় **আল্লাহ পাকের** ভয়ভীতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। তিনি যে দিন এটা বললেন এরপর কেউ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে হাসতে দেখেননি। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৪/২২৬)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیْم তাঁর যুগের মুসলমানদের আমলী অবস্থার প্রতি আফসোস প্রকাশ করে সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان ইবাদত ও রিয়াযত, কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের উপর দৃঢ়তাকে স্মরণ করছেন। আর আমাদের অবস্থা এমন যে, দিনদিন গুনাহের চোরাবালিতে ধসে যাচ্ছি, আমাদের রাতদিন **আল্লাহ তায়ালা** এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতায় অতিবাহিত হচ্ছে। প্রথমত তো আমল করিই না যদিও কোন নেকী করেও নিই তবে এই আকাঙ্খা আমাদের বাধ্য করতে থাকে যে, মানুষের মাঝে আমাদের বাহবা হতে থাক, সুনাম বৃদ্ধি পাক। আহ! আমাদের সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাক যে, আমরা আমাদের নেকীকেও তেমনিভাবে গোপন করি যেমনিভাবে নিজের গুনাহকে গোপন করি এবং ব্যস একেই যথেষ্ট মনে করি যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের নেকী সম্পর্কে জানেন। বিশেষকরে গোপনে নেকী করার পর নফসকে ভালভাবে তদারকি করুন, কেননা ইবাদত প্রকাশ করার আকাংখা নফসের মাঝে জোশ মারতে পারে এবং সে কিছুটা এভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করবে যে, নিজের এই ইবাদত মানুষের সামনে প্রকাশ করো, কেননা এভাবে নেকী গোপন করলে মানুষ তোমার মর্যাদা সম্পর্কে জানতেই পারবে না, তবে তারা তোমাকে অনুসরন করা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবে, এরূপ করলে তুমি মানুষের সরদার এবং পথনির্দেশক কিভাবে হবে? তোমার মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত কীভাবে প্রসার হবে? ইত্যাদি। এমতাবস্থায় **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দৃঢ়তা পাওয়ার জন্য দেয়া করা উচিৎ এবং নিজের আমলের পরিবর্তে অর্জিত জান্নাতের মহান স্থায়ী নেয়ামতের কথা স্মরণ করা উচিৎ। নিজেকে ভীত করা উচিৎ, যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে প্রতিদান

আশা করে, তার উপর **আল্লাহ তায়ালার** গযব অবতীর্ণ হয় এবং এটাও হতে পারে যে, অন্যের সামনে নিজের আমল প্রকাশ করার কারণে তার নিকট তো প্রিয় হয়ে যাবে কিন্তু **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তার মান ও মর্যাদা কমে যায়! তবে কী এভাবে আমার আমলও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! অতঃপর নফসকে এভাবে বুঝান যে, আমি কীভাবে এই আমলকে মানুষের প্রশংসার বিনিময়ে বিক্রি করবো, তারা তো স্বয়ং দূর্বল ও নিঃস্ব, সে না আমাকে রিযিক দিতে পারবে আর না সে মৃত্যু ও জীবনের মালিক। সুতরাং ইবাদত ও রিয়াযত, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং অন্যান্য নেক আমল করার সময় বিশেষকরে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ, অন্যথায় আমলের সাওয়াব হাত হাড়া তো হয়ে যাবেই বরং এরূপ লোক লৌকিকতার ফাঁদে পড়ে **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টি অবস্থায় **তাঁর** আযাবের অধিকারী সাব্যস্ত হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি “মাদানী দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের মাঝে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসার চেতনা জাগ্রত করতে এবং লৌকিকতা থেকে বাঁচতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামীর** সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহন করুন। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের কোন না কোন যিম্মাদারী থাকা চাই, এই যিম্মাদারীর বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের সৌভাগ্য নসীব হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে অধিকহারে নেকী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর সুযোগ হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জিত হতে থাকবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে সৎসঙ্গ নসীব হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে ঘৃণার দেওয়াল ভেঙ্গে ভালবাসাময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে মসজিদ ভরো এবং মসজিদ বানাও কার্যক্রমে আমাদের অংশ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, এই যিম্মাদারীর বরকতে নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করার পাশাপাশি অপরের নিকটও পৌঁছানোর সুযোগ হবে, সুতরাং আমাদের নিজের

সাংগঠনির যিম্মাদারী অনুযায়ী কাজে লেগে থাকা উচিৎ, ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে আমরা যে মাদানী কাজ করতে উৎসাহী, আপন যিম্মাদারের সাথে যোগাযোগ করে সেই মাদানী কাজের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানো শুরু করে দিন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "**মাদানী দরস**", যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় মাধ্যম। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে "**ফয়যানে সুন্নাত**" ১ম খন্ড এবং "**ফয়যানে সুন্নাত**" ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) "**গীবতকে তাবাকারিয়াঁ**" এবং (২) "**নেকী কি দাওয়াত**" থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক ভাবে "**মাদানী দরস**" বলা হয়।

ঞ্জ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ঞ্জ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ঞ্জ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও "**সালামে**"র সুন্নাত প্রসার হয়। ঞ্জ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ঞ্জ **মাদানী দরস,** বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ঞ্জ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ঞ্জ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি "**মাদানী দরস**" হয়, তবে এর বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। ঞ্জ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আসুন! "**মাদানী দরস**" এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের দরসে"** অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো, এভাবে **"মাদানী দরস"** এর বরকতে তার পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শান খুবই মহান ও উচ্চ, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের প্রশংসা করেছেন। মনে রাখবেন! মসজিদে নববীর একপাশে একটি চত্বর ছিলো, যাতে খেজুরের পাতা দিয়ে ছাদ বানানো হয়েছিলো। সেই চত্বরের নাম হলো **"ছুফফা"**, যেই সাহাবীদের বাড়িঘর ছিলো না তারা এই চত্বরে থাকতেন এবং তাঁদেরকে **"আসহাবে ছুফফা"** বলা হয়। (মাদারিজুন্নবুয়ত, ২/৬৮। মাওয়াহিবুল লিদুনিয়া ওয়ায যুরকানি, ২/১৮৬)

আসহাবে ছুফফা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِیْن দুনিয়ার ফিতনার শিকার হওয়া এবং দুনিয়ার ভালবাসায় মগ্ন থাকা লোকদের জন্য দলীল স্বরূপ, তাঁরা সেই পুত পবিত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁদের **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে দূরে রেখেছিলেন। আসহাবে ছুফফাগণ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِیْن যখন দুনিয়ার আকাঙ্খা করলো তখন এই আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ
لَبَغَوْا فِی الْاَرْضِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি **আল্লাহ** আপন সমস্ত বান্দার রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তবে অবশ্যই তারা যমীনের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতো।

(পারা ২৫, সূরা আশ শুরা, আয়াত ২৭)

(আয যুহুদ লিইবনুল মোবারক, ১৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৫৪)

হযরত সায়্যিদুনা হাফিয আবু নুআইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** আসহাবে ছুফফাদের দয়া ও অনুগ্রহ করতে এবং তাঁদের অবাধ্যতা থেকে বাঁচাতে দুনিয়াকে তাঁদের থেকে দূরে রেখেছেন। তাঁরা **আল্লাহ তায়ালার** বিধানাবলী বাস্তবায়নে অলসতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে বেঁচে ছিলেন। দুনিয়াবী কাজকর্ম তাঁদের অপমানিত করেনি আর সমসাময়িক যুগের পরিবর্তনও তাঁদের স্পর্শ করেনি। আসুন! হাদীসে মোবারাকার আলোকে আসহাবে ছুফফার শান শ্রবণ করি।

আসহাবে ছুফফার প্রতি প্রিয় নবী ﷺ এর স্নেহ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আবু বকর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, ছুফফাবাসীরা নিঃস্ব লোক ছিলেন এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নিকট দু'জন লোকের খাবার রয়েছে, সে যেনো তৃতীয় একজনকে নিয়ে যায় এবং যার নিকট চারজনের খাবার রয়েছে, যে যেনো পঞ্চম বা ষষ্টজনকে নিয়ে যায়। বা যেভাবে ইরশাদ করেছেন। অতঃপর আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তিনজনকে এবং **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১০জনকে সাথে নিয়ে গেলেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৮১)

ছুফফাবাসীদের নিকট সদকা প্রেরণ করতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পাশ দিয়ে গমনকালে ইরশাদ করেন: হে আবু হুরায়রা! আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি উপস্থিত আছি। ইরশাদ করলেন: ছুফফাবাসীদের নিকট যাও এবং তাঁদের ডাকো। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: ছুফফাবাসীরা ইসলামের মেহমান ছিলেন। তাঁরা পরিবার এবং ধন-সম্পদের নিকট যেতেন না। যখন **হুযুর নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সদকা আসতো তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা ছুফফাবাসীদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে তা

থেকে সামান্য পরিমানও আহার করতেন না, যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপহার পেশ করা হতো, তখন ছুফফাবাসীদের তাতে অংশীদার বানিয়ে নিতেন। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৫৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৫২)

অনুরূপভাবে যখন কোন ব্যক্তি **রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হতো এবং পবিত্র মদীনায় তার কোন পরিচিতজন থাকতো তবে সে তাদের নিকট অবস্থান করতো এবং যদি কোন পরিচিতজন না থাকতো তবে সে ছুফফাবাসীদের সাথে থাকতো। বলা হলো: আমি ঐ সকল লোকের সাথে ছিলাম, যারা ছুফফাবাসীদের সাথে অবস্থান করতো। অতঃপর আমার এক ব্যক্তির সাথে পরিচয় হয়ে গেলো এবং সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট প্রতিদিন দু'জন লোকের জন্য এক মুদ্দা (অর্থাৎ এক সের আধা পোয়া) খেজুর প্রেরণ করতো। (আল এহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুত তারিখ, ৮/২৪১, হাদীস নং-৬৬৪৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আসহাবে ছুফফা কিরূপ মহান সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, যাঁদের প্রতি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এবং তাঁদেরও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি গভীর মুহাব্বত ছিলো, তাঁরা সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** যিকিরে লিপ্ত থাকতো, সারা জীবন দুনিয়াবী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং ধন-সম্পদের আধিক্য থেকে বেঁচে থাকেন, যেনো নফসের অবাধ্যতায় লিপ্ত না হন, তাঁদের ক্ষুধার অবস্থা এমন ছিলো যে, দূর্বলতার কারণে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যেতেন। যেমনিভাবে-

ছুফফাবাসীদের ক্ষুধার অবস্থা

হযরত সায়্যিদুনা ফাদালা বিন উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন তখন আসহাবে ছুফফায় অনেক সদস্য ক্ষুধার ফলে দূর্বলতার কারণে দাঁড়াতে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে যেতেন, এমনকি গ্রাম্যরা বলতো যে, "এই লোকেরা হলো পাগল।" (তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহুদ, ১৮৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬৮) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বর্ণনা করেন: "ছুফফাবাসীদের সংখ্য ছিলো সত্তরজন, কিন্তু তাঁদের কোন একজনের কাছেও চাদর ছিলো না।" (আল এহসানু বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ২/৩৬, হাদীস নং- ৬৮১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আসহাবে ছুফফাগণ কতইনা সাদাসিধে কিন্তু পুত-পবিত্র লোক ছিলেন, দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাঁদের ইবাদতে কোন ঘাটতি আসেনি, তাঁদের সকল দুঃখ জীবনের মূল্যবান মুহুর্ত নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ওযীফা পড়তে না পারার কারণে হতো, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁদেরকে গরীব ও ফকীরদের ইমাম বানিয়েছেন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরও আসহাবে ছুফফার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِیۡن ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করে ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত শাহাদতের মৃত্যু দান করুক, জান্নাতে **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতিবেশিত্ব দান করুক। মনে রাখবেন! যে দুনিয়ায় যার প্রতি ভালবাসা পোষণ করে কিয়ামতের দিন তার সাথেই থাকবে।

হাদীসে মোবারাকা ও সাহাবীদের ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন; এক ব্যক্তি **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: "কিয়ামত কখন সংগঠিত হবে?" ইরশাদ করলেন: "তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো?" সে আরয করলো: "কিছু নিইনি, কিন্তু আমি **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসি।" **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাসো।" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: আমাদের কোন জিনিষেই এত আনন্দ অনুভূত হয়নি, যত আনন্দ **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারা হয়েছিলো যে, "তুমি তারই সাথে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাসো।" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: আমি **নবীয়ে করীম, মাহবুবে রাব্বে আযীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিক ও ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا কে ভালবাসি, আমি আশা করি যে, তাঁদের ভালবাসার কারণে (কিয়ামতের দিন) আমি তাঁদের সাথেই থাকবো।

(বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলু আসহাবিন নবী, ২/৫২৭, হাদীস নং- ৩৬৮৮)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভালবাসে, তার উচিৎ, সে যেনো আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে তার উচিৎ যে, যে যেনো আমার সাহাবীকে ভালবাসে আর যে আমার সাহাবীকে ভালবাসে, তার উচিৎ,

সে যেনো কোরআনকে ভালবাসে এবং যে কোরআনকে ভালবাসে, তার উচিৎ, সে যেনো মসজিদকে ভালবাসে। কেননা এটি এমন একটি ঘর, যা **আল্লাহ তায়ালা** বানাতে এবং পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। অতএব এটি কল্যাণ ও বরকতময় স্থান এবং এতে অবস্থানকারীরাও কল্যাণ ও বরকতেই থাকে। এটি পছন্দনীয় স্থান এবং এতে অবস্থানকারীরাও পছন্দনীয়। তারা নিজেদের নামাযে থাকে আর **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রয়োজনাদী পূরণ করে দেন। তারা মসজিদে থাকে আর **আল্লাহ তায়ালা** তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে সফলতা দান করেন। (আল মাজরুহিন লিইবনে হাব্বান, ২/৫১০, নম্বর-১২৭১। হিকায়তেঁ অউর নসিহতেঁ, ৪৮৭ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার কোন সাহাবীকে খুশি করলো, সে যেন আমাকে খুশি করলো আর যে আমাকে খুশি করলো, সে যেন **আল্লাহ তায়ালা**কে খুশি করলো আর যে **আল্লাহ তায়ালা**কে খুশি করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়াময় দায়িত্ব হলো, তিনি তাকে খুশি করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। (হিকায়তেঁ অউর নসিহতেঁ)

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব সাখতিয়ানীর উক্তি

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: যে (ব্যক্তি) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে ভালবাসলো, সে দ্বীনের নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করলো। যে (ব্যক্তি) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে ভালবাসলো, সে দ্বীনের পথকে প্রশস্ত করলো। যে (ব্যক্তি) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ কে ভালবাসলো, সে **আল্লাহ তায়ালা**র নূরে আলোকিত হলো। যে (ব্যক্তি) আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِیۡم কে ভালবাসলো, সে শক্তিশালী রশি আঁকড়ে ধরলো। যে বললো: **নবীদের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে কল্যাণই কল্যাণ রয়েছে, তবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (আয যাওয়ারহরু আন ইকতিরাফিল কাবাইর)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবীদের অনুসরনের আদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসা জান্নাত অর্জন, জান্নাতে তাঁদের সঙ্গ, মুনাফিকী থেকে মুক্তি এবং **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি পাওয়ার মাধ্যম। তবে যে সৌভাগ্যবান কল্যাণের সহিত এই মহৎ ব্যক্তিদের অনুসরন করে, সে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি পেতে সফল হয়ে যায়। সুতরাং **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা সৎকর্মের সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, **আল্লাহ** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহর** প্রতি সন্তুষ্ট।

সদরুল আফাযিল হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এই আয়াতের করীমার আলোকে বলেন: একটি উক্তি এটাও যে, অনুসারী দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ঈমানদাররাই উদ্দেশ্য, যারা ঈমান ও আনুগত্য এবং নেকীতে আনসার ও মুহাজিরদের পথে পরিচালিত।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمَا থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " اَصۡحَابِىۡ كَالنُّجُوۡمِ فَبِاَيِّهِمۡ اِقۡتَدَيۡتُمۡ اِهۡتَدَيۡتُمۡ" অর্থাৎ আমার সাহাবীগণ (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) নক্ষত্রের ন্যায়, অতএব তোমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরই অনুসরন করবে, হিদায়াত পেয়ে যাবে।

(মিশকাত, বাবু মানাকিবিস সাহাবা, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৮)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাকে ব্যাখ্যায় বলেন: سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কতই না সুন্দর উপমা, **হুযুর পুরনুর, শাফেয়ে ইয়ামুন নুশুর** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) **তাঁর** সাহাবীদেরকে (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) হিদায়াতের নক্ষত্র ইরশাদ করেন এবং অপর হাদীসে **তাঁর** আহলে বাইতদের (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن) নূহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নৌকা ইরশাদ করেন, সাগরে সফরকারী জাহাজেরও প্রয়োজনাদি থাকে এবং নক্ষত্রের নিদের্শনারও, কেননা জাহাজ নক্ষত্রের নির্দেশনাতেই সাগরে চলাচল করে। অনুরূপভাবে উম্মতে মুসলিমা তাদের ঈমানী জীবনে পবিত্র আহলে বাইতের (رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِيۡن) প্রতি মুখাপেক্ষী এবং সাহাবায়ে কিরামের

(عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) প্রতিও মুখাপেক্ষী, উম্মতের জন্য সাহাবাদের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) অনুসরনের মধ্যে হিদায়ত রয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৫)

হযরত সায়্যিদুনা ইরবায বিন সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: একবার ফজরের নামাযের পর **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করেন, যার কারণে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং আমার মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো, এক ব্যক্তি বললো: এটা তো কোন বিভক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্য উপদেশ মনে হচ্ছে, তা দ্বারা আপনি আমাদের থেকে কী ওয়াদা নিতে চান। তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করা এবং আমীরের কথা শুনে তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিওবা কোন গোলামকে তোমাদের আমীর বানানো হোক না কেন। তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতপার্থক্য দেখবে, সুতরাং নিত্য নতুন পথভ্রষ্ট বিদআত থেকে বাঁচতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ সময় পাবে, তাদের জন্য আমার এবং আমার হিদয়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করা আবশ্যক, এই সুন্নাতের উপর কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে। (তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, ৪/৩০৮, হাদীস নং- ২৬৮৫)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: "যে কারো অনুসরন করতে চায়, তারা যেনো পূর্ববর্তিদের অনুসরন করে, যাঁরা **হুযুর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী, তাঁরাই এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক, তাঁদের অন্তর নেকী ও কল্যাণে সবচেয়ে বড়, তাঁদের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি এবং তাঁদের মধ্যে নকল ও প্রদর্শনকারী না থাকারই সমান ছিলো। তাঁরা ঐ পবিত্র আত্মা ছিলেন, যাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ এবং দ্বীনের তাবলীগের জন্য চিহ্নিত করেছেন, অতএব তোমরা তাঁদের চরিত্র ও অভ্যাস সমূহ এবং তাঁদের আচার আচরণের উপর চলো, কেননা তাঁরা **হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবী, কাবার রবের শপথ! তাঁরাই হিদায়তের সরল পথে পরিচালিত ছিলেন।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাঁতে, ১/৫৩৭)

সিদ্দিক ও ওমরের ওসীলা কাজে আসলো

এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো, আমার ওস্তাদের একজন বন্ধু মৃত্যুবরণ করলো। ওস্তাদ সাহেব তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: "مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟" অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: "**আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা কে দিয়েছেন।" জিজ্ঞাসা করা হলো: "মুনকার নকীরের (অর্থাৎ কবরে প্রশ্নকারী ফিরিশতা) সাথে কী অবস্থা হলো?" উত্তর দিলেন: তারা আমাকে বসিয়ে যখন প্রশ্ন করা শুরু করলো, তখন **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে মনে করিয়ে দিলেন এবং আমি উত্তর দিলাম: "হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর এবং হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর দোহাই আমাকে ছেড়ে দিন।" একথা শুনে এক ফিরিশতা অপর ফিরিশতাকে বললো: "সে অনেক বড় বুযুর্গ ব্যক্তির ওসীলা পেশ করেছে, সুতরাং একে ছেড়ে দাও।" অতএব তারা আমাকে ছেড়ে দিলো এবং চলে গেলো। (শরহুস সুদুর, ১৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, সাহাবায়ে কিরামের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان অত্যধিক আদব ও সম্মানের সহিত কল্যাণময় আলোচনা করা, তাঁদের ভক্তি ও ভালবাসা অন্তরে গেঁথে নেয়া। কেননা তাঁদের ভালবাসাই **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা আর তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মুনাফিকের নিদর্শন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র অভিশাপের কারণ। হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার সাহাবীর মধ্যে যে কাউকেই মন্দ বলে, তার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র অভিশাপ হোক।" (মু'জামুল আওসাত, ১/৫০০, হাদীস নং-১৮৪৬)

নবীদের সুলতান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে তাঁদের (সাহাবীদের) কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকে কষ্ট দিলো এবং যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো আর যে **আল্লাহ তায়ালা**কে কষ্ট দিলো তবে তা অতি সন্নিকটে যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে পাকড়াও করবেন।"

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪১৪, হাদীস নং-৬০১৪)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে কাউকে কষ্ট দেয়া, মূলত আমাকে কষ্ট দেয়া। (হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম মালিক (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) বলেন: সাহাবাদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) মন্দ বলা ব্যক্তি হত্যার উপযুক্ত, কেননা তার এই কাজ রাসূলের সাথে শত্রুতার প্রমাণ স্বরূপ।” আর রাসূলের শত্রুতা হলো **আল্লাহ তায়ালার** সাথে শত্রুতা। এরূপ অভিশপ্ত দোযখেরই উপযুক্ত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৩)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না, সেই সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের অধিনে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণও (**আল্লাহ তায়ালার** পথে) ব্যয় করে নাও, তবুও সে তাঁদের মধ্য থেকে কারো মুদ (অর্থাৎ এক সের পরিমাণ) বা তার অর্ধেকেরও সমপরিমাণ হতে পারবে না। (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাতি, ৪/২৮২, হাদীস নং-৪৬৫৮)

আমিরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের উপর আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী (رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن) এর ভালবাসাকে ফরয করে দিয়েছেন, যেমনটি নামায, রোযা, যাকাত এবং হজ্বকে তোমাদের উপর করা হয়েছে, তবে যে তাঁদের মধ্যে কোন একজনের সাথেও শত্রুতা পোষণ করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তার নামায, রোযা, হজ্ব এবং যাকাত কবুল করবে না আর তাকে কবর থেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। (মুসনাদুল ফিরদাউস, ১/১৭৩, হাদীস নং-৬৪৫)

আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বা তাঁদের মধ্য থেকে যেকোন একজনকেও গালি দেয়, সে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে যুদ্ধের ঘোষনা করলো এবং যে **আল্লাহ তায়ালার** সাথে যুদ্ধের ঘোষনা করলো, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ধ্বংস এবং অপমান ও অপদস্ত করে দিবেন। এই কারণেই ওলামায়ে কিরামগণ বলেন: যদি কারো সামনে সাহাবায়ে কিরামের

عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মন্দভাবে আলোচনা করা হয়, যেমন; তাঁদের প্রতি কোন দোষ ইঙ্গিত করা, তবে এতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁধা দেয়া শুধু ওয়াজিব নয় বরং মন্দের প্রতি ক্ষমতা অনুযায়ী প্রথমে নিজের হাত, অতঃপর মুখ এবং এরপর মন থেকে ঘৃণা করা ওয়াজিব, বরং এই গুনাহ সবচেয়ে বেশি মন্দ। (জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আ'মাল, ৮৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো; সাহাবায়ে কিরামকে "অভিশাপ" দেয়া খুবই মন্দ কাজ, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর রাসূল, রাসূলে মাকবুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তো তাঁদের প্রশংসা করেন আর এই অভদ্র হতভাগারা তাঁদের সত্তার প্রতি বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করছে। নিঃসন্দেহে তাদের এই কাজ আকীদার দূর্বলতা এবং নিফাকের কারণেই। এরূপ লোক আখিরাতে তো অপমানিত ও অপদস্ত এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হবেই, দুনিয়াতেও মানুষের জন্য শিক্ষার নিদর্শন হয়ে যায়।

বেয়াদব বানরে পরিণত হলো

হযরত সায়্যিদুনা নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব **শাওয়াহিদুন নবুয়তে** উদ্ধৃত করেন: তিনজন লোক ইয়ামেনের সফরে বের হলো, তাদের মধ্যে একজন কুফাবাসী ছিলো, যে শায়খাইন করীমাঈনের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا) প্রতি কটাক্ষকারী ছিলো, তাকে বুঝানো হলো, কিন্তু সে মানলো না। যখন এই তিনজন ইয়ামেনের নিকটবর্তী পৌঁছলো, তখন এক জায়গায় অবস্থান করলো এবং ঘুমিয়ে পড়লো। যখন ফিরার সময় হলো তখন দু'জন উঠে ওযু করলো অতঃপর সেই বেয়াদব কুফাবাসীকে জাগালো। সে উঠে বলতে লাগলো: আফসোস! আমি তোমাদের সাথে এই স্থানে রয়ে গেছি! তোমরা আমাকে এমন সময় জাগালে, যখন **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার মাথার পাশে তাশরীফ এনে ইরশাদ করছিলো: হে ফাসিক! **আল্লাহ তায়ালা** ফাসিককে অপমানিত ও অপদস্ত করেন, এই সফরে তোমার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। "যখন সেই অভদ্র উঠে ওযু করার

জন্য বসলো, তখন তার পায়ের আঙ্গুল পরিবর্তিত হওয়া শুরু করলো, অতঃপর তার উভয় পা বানরের পায়ের ন্যায় হয়ে গেলো, অতঃপর হাঁটু পর্যন্ত বানরের ন্যায় হয়ে গেলো, এমনকি তার পুরো শরীর বানরের ন্যায় হয়ে গেলো। তার সাথীরা সেই বানরের ন্যায় বেয়াদব লোকটিকে ধরে উটের কুঁজের সাথে বেঁধে দিলো এবং নিজেদের গন্তব্যের দিকে যাত্রা করলো। সূর্যাস্তের সময় তারা এমন একটি জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে কিছু বানরের সমাগম ছিলো, যখন সে তাদের দেখলো তখন অস্থির হয়ে রশি ছিড়ে তাদের সাথে মিশে গেলো। অতঃপর সকল বানর সেই দু'জনের নিকটে এলো, তখন তারা ভীত হয়ে গেলো কিন্তু তারা তাদের কোন ক্ষতি করলো না, সেই বানর রূপি কটাক্ষকারী সেই দু'জনের নিকট এসে বসে গেলো এবং তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করতে লাগলো। এক ঘন্টা পর যখন বানর ফিরে গেলো তখন তারাও তার সাথেই চলে গেলো। (শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ২০৩ পৃষ্ঠা)

গলায় পেঁচানো সাপ

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসহাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: আমাকে একজন মৃতের গোসল দেয়ার জন্য ডাকা হলো, যখন আমি তার চেহারা থেকে কাপড় সরালাম তখন দেখলাম তার গলায় সাপ পেঁচিয়ে আছে, লোকেরা বললো যে, সে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان গালি দিতো। (শরহুস সুদুর, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه এই ঘটনার আলোকে বলেন: مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان গালি দেয়া গুনাহ, অনেক বড় গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: মুসলমানের উচিৎ, সাহাবায়ে কিরামের (عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان) আদব বজায় রাখা এবং অন্তরে তাঁদের ভক্তি ও ভালবাসাকে স্থান করে দেয়া। তাঁদের ভালবাসা **হুযুর** (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ভালবাসা এবং যে দূর্ভাগা সাহাবার (عَلَیۡهِمُ الرِّضۡوَان) শানে বেআদবীর সহিত মুখ খোলে, সে **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূলের** শত্রু। মুসলমানরা এরূপ ব্যক্তির পাশে যেনো না বসে। (সাওয়ানেহে কারবালা, ৩১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসাকে অন্তরে স্থাপন করে তাঁদের চরিত্রের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করা উচিৎ এবং যে লোক সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে কটূক্তি করে, তাদের মন্দ সহচর্য থেকে দূরে থাকা উচিৎ। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আরো শান ও মহত্ব জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনার কিতাব **কারামাতে সাহাবা** এবং **সাহাবায়ে কিরাম কা ইশক্বে রাসূল** অধ্যয়ন করুন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان চরিত্র অনুযায়ী চলে জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৪টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি হলো "**খুদ্দামুল মাসাজিদ মজলিশ**"। এই মজলিশের অধীনে যেসকল এলাকায় মসজিদের প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এর পরিচালনা অর্থাৎ ইমাম ও মুয়াজ্জিন, খতিব নিয়োগ এবং তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা এই মজলিশের অধীনে হয়ে থাকে। এই মজলিশ আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মসজিদের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের প্রতিফল, তাঁর এই আগ্রহ যে, মসজিদকে আবাদ করা, এর অনুমান এই বিষয়টি থেকেও করা যায় যে, তিনি "**দা'ওয়াতে ইসলামী**"কে মসজিদ ভরো সংগঠন ঘোষনা করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় মসজিদকে আবাদ করার উৎসাহ দিতে থাকেন। আহ! আমরাও আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর মাদানী চিন্তাধারা অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ এবং মানুষদের ইনফিরাদী কৌশিশ করে মসজিদ আদায়কারী হয়ে যাই। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১৬৩টি মাদানী ফুল**" থেকে চলাফেরার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধসিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ধসতেই থাকবে।" (মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়ায যিনাতি, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৮৮) ☆ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১১৮)

ঘোষণা

চলাফেরা সম্পর্কে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنۡزِلۡہُ الۡمَقۡعَدَ الۡمُقَرَّبَ عِنۡدَكَ یَوۡمَ الۡقِیَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)